ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ২৩তম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২তম সমাবর্তন গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ভাষণ দেন। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনসহ ডিনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমিক রে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. তাকাকি কাজিতা সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে ৫২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

কর্মের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটিয়ে শিক্ষাকে কার্যকর করতে হবে-রাষ্ট্রপতি

উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২তম সমাবর্তন গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সাইটেশন পাঠ করেন ও ভাষণ দেন। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমিক রে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. তাকাকি কাজিতা সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সম্মানসূচক Doctor of Science (Honoris Causa) ডিগ্রি প্রদান করা হয়। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনসহ ডিনবৃন্দ, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য ও একাডেমিক পরিষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৭৯জন কৃতী শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীকে ৯৮টি স্বর্ণপদক, ৫৭জনকে পিএইচডি, ৬জনকে ডিবিএ এবং ১৪জনকে এম ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সমাবর্তনে ২০ হাজার ৭শ' ৯৬জন গ্র্যাজুয়েটকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিনগণ অনুষদভুক্ত বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ডিগ্রিপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের নাম উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান সমাবর্তন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য জ্ঞানার্জন হলেও তা একমাত্র লক্ষ্য নয়। কারণ কর্মবিমুখ শিক্ষা মূল্যহীন। শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে এর সঙ্গে কর্মের সংযোগ ঘটাতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্বকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে জাতি যত বেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারছে, সে জাতি তত বেশি উন্নতি করছে। এই পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রাখে যুব সমাজ। তারাই জাতির 'চেঞ্জমেকার'। তিনি বলেন, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র ৫২তম সমাবর্তনে সহযোগিতার জন্য উপাচার্যের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল, আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে ৫২তম সমাবর্তন সম্পন্ন করার জন্য সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী গ্র্যাজুয়েটস্ এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপত্তা ও সতর্কতার সাথে ৫২তম সমাবর্তন সফল করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর-এর দফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, র‍্যাব, অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

উপাচার্যের যুক্তরাজ্য সফর

অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান 'দি অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (এসিইউ)'-এর আমন্ত্রণে ৫-দিনের এক সরকারি সফরে ১ ডিসেম্বর ২০১৯ যুক্তরাজ্য গমন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ০২ ও ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'দি অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (এসিইউ)'-এর নির্বাহী কমিটির সভা, কাউন্সিল সভা, বার্ষিক সাধারণ সভাসহ অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি এসিইউ কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে গবেষণা, বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

তিনি আগামী ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ বৃহস্পতিবার দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্য-এর রুটিন দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চলতি বছর জুলাই মাসে এসিইউ-এর কাউন্সিল মেম্বার নির্বাচিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২তম সমাবর্তনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট উপহার দেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শীর্ষে এবং এশিয়ায় ১৩৫তম

এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১৩৫তম। যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের র‍্যাংকিং মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান 'কিউএস'-এর ওয়েবসাইটে গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

র‍্যাংকিং উন্নয়নে শিক্ষা ও গবেষণার গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ নানাবিধ প্রয়াসের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই সফলতা অর্জন করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণা, উদ্ভাবন, স্নাতকদের কর্মক্ষমতা, একাডেমিক খ্যাতি, অনুষদ সদস্যদের গবেষণা প্রকাশনাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে এই র‍্যাংকিং করা হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে কাজ করতে হবে: উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, শহীদ গিয়াস উদ্দিন আহমেদের বোন অধ্যাপক সাজেদা বানু, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের সদস্য অধ্যাপক আবু জাফর মো. ছালেহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আমিরুল ইসলামসহ শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতি, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলা অ্যালামনাই পুনর্মিলনী নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা

'শতবর্ষের পথে' স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা অ্যালামনাই-এর ৪র্থ পুনর্মিলনী গত ২৩ নভেম্বর ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে টিএসসি চত্বর নবীন-প্রবীণের মিলনমেলায় পরিণত হয়। দিনভর আলোচনা, আড্ডা, স্মৃতিচারণ ও কোলাহলে মেতে থাকেন সবাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা অ্যালামনাই কার্যকর পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিষদের সহ-সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরীসহ দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বাংলা বিভাগসহ মোট ১২টি বিভাগ নিয়ে ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিভাগের একজন কৃতী অ্যালামনাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. এম আনিসুজ্জামান, ড. রফিকুল ইসলামসহ অসংখ্য গুণী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে এই বিভাগে। বাংলা বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থীগণ নানা ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করে চলেছেন। বাংলা বিভাগকে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের বাতিঘর হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এই মূল্যবোধকে উপজীব্য করেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের বাংলায় এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ডিউক অব এডিনবার্গ'স ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৪২ জন শিক্ষার্থী

সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগের ১৪২জন কৃতী শিক্ষার্থীকে "দি ডিউক অব এডিনবার্গ'স ইন্টারন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৮ জন সিলভার এ্যাওয়ার্ড এবং ৮৪ জন ব্রোঞ্জ এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৭ নভেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মেহজাবীন হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডিউক অব এডিনবার্গ'স এ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রিজওয়ান বিন ফারুক এবং ফাউন্ডেশনের জাতীয় পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) কায়সার আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডাকসু'র উদ্যোগে 'শহীদ স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর উদ্যোগে 'শহীদ স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতা' গত ২২ নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দু'দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের স্মরণে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ১৮টি দল অংশগ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮জন শহীদ শিক্ষকের নামানুসারে ১৮টি দলের নামকরণ করা হয়। এর মধ্যে ছেলেদের ১২টি দল এবং মেয়েদের ৬টি দল অংশগ্রহণ করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ডাকসু'র জিএস গোলাম রাব্বানী,ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল আহমেদ তানভীর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও দক্ষিণ এশিয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা' শীর্ষক ৪-দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আগামী ১৮-২১ মার্চ, ২০২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজক কমিটির এক সমন্বয় সভা গত ২৬ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং আয়োজক কমিটির প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক ড. এএইচএম মুস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু জ্ঞান দান করা নয়, বরং অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোই হচ্ছে আসল কাজ। গবেষণা হচ্ছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজ। তাই গবেষণার মান বাড়াতে হবে। ডিপ্লোমা ও সান্ধ্যকালীন কোর্সের নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপরিকল্পিতভাবে ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মূল দায়িত্ব হলো লেখাপড়া করা এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলা। তাদের এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যাতে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সম্মান ক্ষুন্ন হয়। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শতবর্ষকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক গবেষণা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে 'মাস্টার প্ল্যান' প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে। বহির্বিশ্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বৃত্তি হিসেবে পুনরায় 'বঙ্গবন্ধু ওভারসিস স্কলারশিপ' চালু করেছে। ২০২০ সালে মুজিববর্ষ, ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিক উৎসবকে সামনে রেখে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য তিনি প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি গ্র্যাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে।

সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ড. তাকাকি কাজিতা বৈশ্বিক উষ্ণতাকে নতুন প্রজন্মের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই তরুণ প্রজন্মকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরও বেশি সম্পৃক্ত ও মনোযোগী হতে হবে।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়।

ঢাবি ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ০১ ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়। বিজয় র‍্যালি শেষে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে আয়োজিত এক সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আরও শক্তিশালী করে উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তরুণ প্রজন্মকে শপথ নিতে হবে। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এর আগে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিজয় র‍্যালির উদ্বোধন করেন। র‍্যালিটি টিএসসি হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ডাকসু'র ভিপি মো. নুরুল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্টসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান আলোচনা সভা পরিচালনা করেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, এইস্থানে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ৭মার্চের ভাষণ প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, তাঁর নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ লাভ করি। সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই চত্বরেই দেশের ছাত্র-জনতা জাতির জনককে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

আলোচনা পর্বের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়।

অসাম্প্রদায়িক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে কাজ করতে হবে-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা অসাম্প্রদায়িক, উদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশকে মেধাশূণ্য করতে পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসররা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করে। উল্লেখ্য, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল - উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধ ও বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আলোচনা সভা প্রভৃতি। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করা হয়।

অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট দার্শনিক অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই-এর জন্মশতবার্ষিকী গত ৩০ নভেম্বর ২০১৯ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী সেমিনার, অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই-এর জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য অনুষদের প্রাক্তন ডিন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিন ও দর্শন বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম। সেমিনারে "সাইয়েদ আবদুল হাই ঃ একজন মানবদরদী দার্শনিকের প্রতিচ্ছবি" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাইয়েদা মামুনা আখতার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এই মনীষী ছিলেন মানবিক, অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনের অধিকারী একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও মানবতাবাদী দার্শনিক। জ্ঞানতাপস অধ্যাপক সাইয়েদ আবদুল হাই অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ও শক্তিশালী সম্পদ। তাঁর মূল্যবোধ, সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী ও দর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

মিটসুবিশি ব্যাংক লি.-এর প্রধান প্রতিনিধি

জাপানের মিটসুবিশি ব্যাংক লি. (এমইউএফজি)-এর ঢাকা অফিসের প্রধান প্রতিনিধি মি. হিদাকি কোজিমা গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য চলমান মিটসুবিশি ব্যাংকের স্কলারশিপ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। মি. হিদাকি কোজিমা উপাচার্যকে অবহিত করেন যে, প্রতি বছর এমইউএফজি ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্কলারশিপ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২০ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই স্কলারশিপ প্রদান করা হবে বলে মি. হিদাকি কোজিমা উল্লেখ করেন ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদানের জন্য মি. হিদাকি কোজিমা ও তাঁর প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইউনান প্রদেশের সেক্রেটারি

কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না (সিপিসি) ইউনান প্রোভিন্সিয়াল কমিটির সেক্রেটারি এবং পিপলস্ কংগ্রেস অব ইউনান প্রোভিন্সের স্টান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মি. চেন হাও-এর নেতৃত্বে আট-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. লি জিমিং, ইউনান প্রদেশের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মি. ইয়াং হংবো, ইউনান প্রদেশের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কার্যালয়ের মহাপরিচালক এমমি. পু হং, ইউনান প্রদেশের ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স-এর উপ-মহাপরিচালক মি. য়্যু শুকুন, সিপিসি ইউনান ইউনিভার্সিটি কমিটির সেক্রেটারি মি. লিন ওয়েনজুন, চায়না ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মি. হং ঝেংহুয়া এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চায়নার কালচারাল কাউন্সেলর মিজ. সান ইয়ান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, ঢাবি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জোউ মিংডং এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। উভয় দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যাবসা, বাণিজ্য, কৃষি খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁরা মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে মি. চেন হাওকে অবহিত করেন। উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। চীন বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলেও উপাচার্য উল্লেখ করেন।

মি. চেন হাও ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের সাথে ইউনান বিশ্ববিদ্যালয়সহ চীনের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আরও জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও মজবুত করার ব্যাপারে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যাবসা, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের উপরেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় মি. চেন হাও এবং প্রতিনিধিদলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

নেপালের রাষ্ট্রদূত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নেপালের ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডাঃ বংশীধর মিশ্র গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের স্বাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্র ঢাবি উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেন।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী এবং ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর উক্ত সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন বলে রাষ্ট্রদূত ডাঃ বংশীধর মিশ্র ঢাবি উপাচার্যকে অবহিত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ঢাবি উপাচার্যের ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে।

আসন্ন ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং নেপালের রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। নেপালের বহু শিক্ষার্থী বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদল

এসোসিয়েটেড ব্রিটিশ ফুডস-এর কোম্পানি সেক্রেটারি পল লিস্টার এবং সাইমন প্রজেক্টের পরিচালক ড. জেভিয়ার গত ২৩ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। কর্মস্থলে শ্রমিকদের ঝুঁকি প্রশমনের উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। যুক্তরাজ্যের আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে চলমান 'গার্মেন্টস কারখানায় ঝুঁকি হ্রাস ও দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক গবেষণা প্রকল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

জাপান প্রতিনিধিদল

জাপানের গবেষণা ও পরামর্শ সংস্থা নিউ ভিশন সলিউশনস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রাফি ভূঁইয়া এবং সংস্থার নির্বাহী ইউকো ফুকুশিমা গত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তারিক আহসান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করছে। জাপানের প্রতিনিধিদ্বয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে "Towards Disaster Resilience: Deeper Understanding of Natural Hazards (UND)" শীর্ষক ৩-দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক কর্মশালা গত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। কর্মশালার স্থানীয় সমন্বয়কারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাইওয়ান ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. সু রেন উ এবং তাইওয়ান একাডেমিয়া সিনিকা'র অধ্যাপক ড. সাইমন সি লিন বক্তব্য রাখেন। দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মারুফুর রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এশিয়ার রাজনৈতিক ও একাডেমিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে প্রায়ই বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় প্রতিবছর আমাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশ এ ধরনের দুর্যোগ ঝুঁকিতে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ঝুঁকি মোকাবেলায় এশিয়ার বিভিন্ন দেশের একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

এই আন্তর্জাতিক কর্মশালা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস ভবনে শেষ হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এমপি কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ানসহ এশিয়ার ৮টি দেশের গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কমিউনিস্ট পার্টি অফ চায়না (সিপিসি) ইউনান প্রোভিন্সিয়াল কমিটির সেক্রেটারি এবং পিপলস্ কংগ্রেস অব ইউনান প্রোভিন্সের স্টান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মি. চেন হাও-এর নেতৃত্বে আট-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর বাসভবনস্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. লি জিমিং উপস্থিত ছিলেন।

জাপানের মিটসুবিশি ব্যাংক লি. (এমইউএফজি)-এর ঢাকা অফিসের প্রধান প্রতিনিধি মি. হিদাকি কোজিমা গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ডাঃ বংশীধর মিশ্র গত ১৮ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

জাপানের গবেষণা ও পরামর্শ সংস্থা নিউ ভিশন সলিউশনস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারেক রাফি ভূঁইয়া এবং সংস্থার নির্বাহী ইউকো ফুকুশিমা গত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

টাইমস্ হায়ার এডুকেশন-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক মি. রিতিন মালহোতরা গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসোসিয়েটেড ব্রিটিশ ফুডস-এর কোম্পানি সেক্রেটারি পল লিস্টার এবং সাইমন প্রজেক্টের পরিচালক ড. জেভিয়ার গত ২৩ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

২৯ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২৯ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিদায়ী শিক্ষকদের ক্রেস্ট, মানপত্র ও ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও মানপত্র পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্য থেকে কয়েকজন তাঁদের কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আপনাদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের শূন্যতা অপূরণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আপনাদের সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততা সবসময় থাকবে। তিনি তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

সংবর্ধনাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা হলেন- অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর (ভূতত্ব বিভাগ), অধ্যাপক হুমায়ুন রেজা (ভূতত্ব বিভাগ), অধ্যাপক মোঃ এনামুল হক (ভার্ষ্কয বিভাগ), অধ্যাপক মিসেস নাইমা হক (গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ), অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস (গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ), অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুস্তাফিজুর রহমান (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. বাবুনা ফায়েজ (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. এম জিয়াইল হক মামুন (ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. নেহাল করিম (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান (লোক প্রশাসন বিভাগ), অধ্যাপক ড. শাহনাজ খান (লোক প্রশাসন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আজিজ (থিওরেটিক্যাল এন্ড কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি বিভাগ) , অধ্যাপক ড. মরিয়ম বেগম (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান (ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ), অধ্যাপক ড. হাসিনা খান (প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), অধ্যাপক ড. কাজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী (ইংরেজী বিভাগ), অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (বাংলা বিভাগ), অধ্যাপক ড. এ কে এম সালাহউদ্দিন (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মুহিত (দর্শন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ জীনাত ইমতিয়াজ আলী (ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক অমূল্য চন্দ্র মন্ডল (গণিত বিভাগ), অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামান (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ), অধ্যাপক মিসেস সুলতানা সাঈদ (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ), অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট বিভাগ) এবং অধ্যাপক ড. বেলায়েত হোসেন (মার্কেটিং বিভাগ)।

৬ শিক্ষার্থীর বৃত্তি লাভ

পড়ালেখায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থী পৃথক ৩টি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, ক্রিমিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান এবং রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- মোছা. শাপলা খাতুন, মো. রাহাদুল ইসলাম তানভীর ও মো. শওকত আলী (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)।

অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ও রায়হানা হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- জালাল উদ্দিন ও মোসা. মৌসুমী খাতুন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)।

অধ্যাপক ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড, গোপালগঞ্জ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলেন- রাইসুল ইসলাম আরমান (সমাজবিজ্ঞান)।

ঢাবি শিক্ষকের আন্তর্জাতিক পদক লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন সম্প্রতি ভারতের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ৭ম ইস্টার্ন হিমালয়ান নেচারনোমিক্স ফোরাম ২০১৯ কর্তৃক প্রদত্ত 'গ্রিনগুরু অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। গত ৫-৬ নভেম্বর ২০১৯ আসামের গৌহাটিতে অবস্থিত হোটেল প্যালাসিওতে বালিপারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। গবেষণা এবং শিক্ষা দানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাঁকে এই পদক প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে ভারত, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, চীন, শ্রীলংকা, ভুটান, নেপালসহ বিভিন্ন দেশের দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংক গবেষণা অনুদান ও বৃত্তি পেলেন ৪০ শিক্ষার্থী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমুদ্র বিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ও রোবটিক্স বিষয়ে গবেষণার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ২৫জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "আইএফআইসি ব্যাংক গবেষণা অনুদান" প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১৫জন শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে গবেষণা অনুদান ও বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মাঈন উদ্দিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য রামেন্দু মজুমদার বক্তব্য রাখেন। আইএফআইসি ব্যাংক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শাহ এ সারওয়ার স্বাগত বক্তব্য দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ গবেষণা করার জন্য অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

৮ শিক্ষার্থীর 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৮জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ ইউনিয়ন কার্যালয়ে এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও মো. নুরুল ইসলামের সহধর্মিনী কবি রুবি রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাবি চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান এবং সঞ্চালনা করেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং মো. নুরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের উৎসব ভাতা, পোষাকসহ বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠায় মো. নুরুল ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- তানজিলা হোসেন, মো. আসিফ আহমেদ, মো. তানভীর হোসেন শান্ত, মো. জামিলুর রেজা ইফতি, এ. বি. এম নাজমুল হক খান, মো. রামিনুল ইসলাম রিফাত, ইসরাত জাহান এবং গৌরব চন্দ্র রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে চতুর্থ শেণির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ।

ঢাবি ক্লাবে বাউল সন্ধ্যা ও পিঠা উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের উদ্যোগে গ্রামীণ আমেজে বাউল সন্ধ্যা ও পিঠা উৎসব গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই গ্রাম বাংলার নানাবিধ ঐতিহ্যের মধ্যে জনপ্রিয় একটি ঐতিহ্য হচ্ছে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা। সঙ্গীত অনুষ্ঠান বিশেষ করে বাউল সঙ্গীতের মাধ্যমে এসব জনপ্রিয় উৎসব উদ্‌যাপনের ফলে নতুন প্রজন্ম গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। উপাচার্য আজকের এই বাউল সন্ধ্যা ও পিঠা উৎসব আয়োজনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫